বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

টিসিবি ভবন (৪র্থ তলা), কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫

বিরোধ নিষ্পত্তি আবেদন নং- ১১/২০২২

আবেদনের তারিখ: ১৬ মার্চ ২০২২ খ্রি.

কেবি আইচ অ্যান্ড ফিস প্রসেসিং এর স্বত্বাধিকারী জনাব মো: শাহ আলম খান বাবুল .....দাবিকারী

বনাম

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) এর পক্ষে চেয়ারম্যান ও পিরোজপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর পক্ষে জেনারেল ম্যানেজার .....প্রতিপক্ষ

উপস্থিত:
জনাব মো: নূরুল আমিন, চেয়ারম্যান
জনাব ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী, সদস্য
জনাব ড. মুহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, সদস্য
জনাব আবুল খায়ের মো: আমিনুর রহমান, সদস্য

শুনানিতে অংশগ্রহণকারীদের নাম:
ব্যারিস্টার মোহাম্মদ রাসেল সিদ্দিকী, আইনজীবী
জনাব এ.কে.এম তারেক, আইনজীবী
----------দাবিকারীর পক্ষে

ব্যারিস্টার শেখ মোহাম্মদ জাকির হোসেন, আইনজীবী
জনাব রাজিয়া সুলতানা, আইনজীবী
জনাব ফয়সাল মোস্তফা, আইনজীবী
জনাব সূর্য নারায়ণ ভৌমিক, ডিজিএম, পিরোজপুর পবিস
---------- প্রতিপক্ষের পক্ষে

রোয়েদাদের তারিখ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি.

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ৪০ ধারা অনুযায়ী কমিশনের রোয়েদাদ (Award)।

(ক) দাবিকারী কেবি আইচ অ্যান্ড ফিস প্রসেসিং এর স্বত্বাধিকারী'র বক্তব্যের সারসংক্ষেপ:

দাবিকারী জনাব শাহ আলম খান বাবুল বরগুনা জেলার, পাথরঘাটা'র বিএফডিসি রোডে অবস্থিত কেবি আইচ অ্যান্ড ফিস প্রসেসিং এর স্বত্বাধিকারী। আইস প্ল্যান্ট চালনার লক্ষ্যে প্রতিপক্ষ পিরোজপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি'র নিকট হতে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্ত হন। বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্তির পর হতে দাবিকারী নিয়মিত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করেন। এবং ১০/০৫/২০০১ খ্রি. তারিখে তৎকালীন বিদ্যুৎ সরবরাহকারী বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড দাবিকারীর প্রশংসা করে একটি সার্টিফিকেটও ইস্যু করেন (Annexure-"A" of SoC)।

অতঃপর ২০০২ সনে বিদ্যুৎ সরবরাহ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় পিরোজপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বাবিউবো এর নিকট হতে টেকওভার করে। তারপর হতে দাবিকারী কর্তৃক পিরোজপুর পবিসের ইস্যুকৃত সকল বিলও যথাসময়ে পরিশোধ করা হয়। প্রতিপক্ষ ১৫/১১/২০১১ খ্রি. তারিখে ৩৮৮২ নং স্মারকমূলে পিবিএস এর বকেয়া ১,৮৯,৪৬৫/- (এক লক্ষ উননব্বই হাজার চারশত পঁয়ষট্টি) টাকা এবং পিডিবি'র বকেয়া ১০,০৬,০১৫/- (দশ লক্ষ ছয় হাজার পনের) টাকা দাবি করে পত্র প্রেরণ করে।

প্রতিপক্ষ ১৩/০২/২০১২ খ্রি. তারিখে ৫৭৭ নং স্মারকে ইস্যুকৃত পত্রের মাধ্যমে পিরোজপুর পবিসের বকেয়া ৬,৫৫,৩৭১/- টাকা এবং পিডিবি'র বকেয়া ১০,০৬,০১৫/- (দশ লক্ষ ছয় হাজার পনের) টাকাসহ সর্বমোট ১৬,৬১,৩৮৫/- টাকা দাবি করে। আবার ১০/০৩/২০১৫ খ্রি. তারিখে ১৭৭ নং স্মারকের মাধ্যমে ইস্যুকৃত পত্রের মাধ্যমে পিরোজপুর পবিসের বকেয়া ২১,৮৭,৫৪৪/- টাকা এবং পিডিবি'র বকেয়া ৯,৮৫,৮৯৫/- (নয় লক্ষ পঁচাশি হাজার আটশত পঁচানব্বই) টাকা দাবি করে।

পিডিবি'র বকেয়া বিলের বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে দাবিকারী কর্তৃক বিগত ২৬/১১/২০১৫ খ্রি.তারিখে প্রতিপক্ষের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়। অত:পর তৎকালীন পিডিবি'র বকেয়া অর্থ ৯ বছর পর পিরোজপুর পবিস কর্তৃক দাবীর বিষয়টি অবৈধ ঘোষণা চেয়ে দাবিকারী পক্ষ কর্তৃক কমিশন অত্র বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন দাখিল করা হয়।

বিগত ০৮/০৬/২০২৩ খ্রি. তারিখের শুনানিতে দাবিকারী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী দাবি করেন যে, ২০০২ সনে বিদ্যুৎ বিতরণের সমস্ত দায়ভার পিডিবি'র নিকট হতে গ্রহণের ৯ বছর পরে এসে হঠাৎ করে পিরোজপুর পবিস পিডিবির বকেয়া বাবদ বিশাল অংকের অর্থ দাবি করতে আইনত পারেন না। এছাড়া দাবিকারীর প্রশংসা করে তৎকালীন পিডিবি ১০/০৫/২০০১ খ্রি. তারিখে প্রশংসাপত্রও ইস্যু করে (Annexure-A of SoC)। এতো বিপুল পরিমাণ অর্থ বকেয়া থাকলে পিডিবি নিশ্চয় প্রশংসা পত্র ইস্যু করতো না। তিনি 57 DLR এর রেফারেন্স উল্লেখপূর্বক দাবি করেন যে, প্রতিপক্ষ কোনক্রমেই ৩ বছরের বেশী সময়ের জন্য বিল দাবি করতে পারেন না। কমিশন হতে প্রতিপক্ষের নিকট জানতে চাওয়া হয় যে, প্রতিপক্ষ কখন বকেয়া বিল দাবি করে? জবাবে প্রতিপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন, পিডিবি'র নিকট হতে ২০০২ সনের জুলাই মাসে

টেকওভার করার পর ২০১১ সনের ১৫ নভেম্বর বকেয়া বিল দাবি করা হয়। বিস্তারিত বক্তব্য Statement of Claim (SoC) এ বর্ণিত আছে।

(খ) প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও পিরোজপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর বক্তব্যের সারসংক্ষেপ:

দাবিকারী কর্তৃক দাখিলকৃত বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন/Statement of Claim (SoC) এ উল্লিখিত বেশ কিছু দাবি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন বিধায় তা খারিজযোগ্য। বিগত ১০/০৫/২০০১ খ্রি. তারিখে তৎকালীন পিডিবি কর্তৃক যে সার্টিফিকেট (TO WHOM IT MAY CONCERN) দাবিকারীর অনুকূলে ইস্যু করা হয়েছে তার কোথাও লিখা নেই যে, দাবিকারী নিকট পিডিবি'র আর কোন বকেয়া পাওনা নেই। কাজেই এই সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে দাবিকারীপক্ষ দাবি করতে পারেন না যে, তাদের নিকট পিডিবি'র কোন বকেয়া নেই। প্রকৃতপক্ষে দাবিকারী এলাকা (পাথরঘাটা ইলেকট্রিসিটি সাব-স্টেশন) পূর্বে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোড (পিডিবি) এর আওতাধীন ছিল। বিগত ১৭/০৭/২০০২ খ্রি. তারিখের এক চুক্তির মাধ্যমে উক্ত সার্ভিস এরিয়া পিরোজপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি'র নিকট হ্যান্ডওভার করা হয়। অত:পর দাবিকারী বিদ্যুৎ গ্রাহক হিসেবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে থাকে এবং ৩,৬১,৪৯২/- টাকার বিদ্যুৎ বিল বকেয়া হওয়ায় উক্ত বিল পরিশোধের জন্য ২১/০৫/২০১১ খ্রি. তারিখে ১৯৩৮ নং স্মারকে পত্র প্রেরণ করা হয়। যথাসময়ে বকেয়া বিল আদায় না হওয়ায় দাবিকারী বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্নও করা হয়। দাবিকারী উক্ত বকেয়ার কিছু অংশ পরিশোধ করার পরিপ্রেক্ষিতে তার বিদ্যুৎ সংযোগ পুন:স্থাপন করা হয়। বিগত ১৩/০২/২০১২ তারিখ পর্যন্ত দাবিকারীর নিকট প্রতিপক্ষের সর্বমোট ১৬,৬১,৩৮৬/- টাকা (পিডিবি'র বকেয়া ১০,০৬,০১৫ টাকা+পিবিএস এর বকেয়া ৬,৫৫,৩৭১ টাকা) বকেয়া ছিল যা বিগত ১৩/০২/২০১২ খ্রি. তারিখে ৫৭৭ নং স্মারকে ইস্যুকৃত পত্রের মাধ্যমে দাবিকারীকে অবহিত করা হয়েছে। এছাড়া ১৬/০৫/২০১২ খ্রি. তারিখে ১৮২৪ নং স্মারকে ইস্যুকৃত অপর একটি পত্রের মাধ্যমে কেবি আইস অ্যান্ড ফিস প্রসেসিং ফ্যাক্টরী'র মোট ১৬,৬১,৩৮৫/- টাকা (পিবিএস ৬,৫৫,৯৭১/- টাকা+ পিডিবি ১০,০৬,০১৫/- টাকা) বকেয়াসহ দাবিকারীর আরও ৪টি পৃথক প্রতিষ্ঠানের সর্বমোট বকেয়া ৮২,০৯,৬৮৪/- টাকা পরিশোধের জন্য বলা হয়। দাবিকারীপক্ষ ১৬/০৫/২০১২ খ্রি: তারিখের পত্র চ্যালেঞ্জ করে বিজ্ঞ সিনিয়র সহকারী জজ আদালত, পিরোজপুরে টাইটেল স্যুট নং-২২৯/২০১২ দায়ের করেন। পরবর্তীতে টাইটেল স্যুটটি খারিজ হয় (Para c of SoD)।

অত:পর পিডিবি'র ৩০ মাসের (অক্টোবর ১৯৯৯ – এপ্রিল ২০০২ খ্রি., জুলাই ২০০২ – জানুয়ারি ২০০১ খ্রি., এপ্রিল ২০০১ – জুলাই ২০০২) বিরোধীয় বকেয়া ১০,০৬,০১৫/- এর মধ্যে দাবিকারী কর্তৃক ২টি কিস্তিতে (প্রতিটি ১০,০৬০/- টাকা) মোট ২০,১২০/- টাকা পরিশোধ করা হয়। এখনো পর্যন্ত দাবিকারী নিকট প্রতিপক্ষের (পিডিবি'র বকেয়া) ৯,৮৫,৮৯৫/- (নয় লক্ষ পঁচানব্বই হাজার আটশত পঁচানব্বই) টাকা বকেয়া রয়েছে (Extra Document of Respondent, Dated: 25.07.2023)। বিগত ০৩/০৯/২০২০ খ্রি. তারিখে ৩০০ টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে প্রদত্ত একটি অঙ্গিকার নামা এর ১০ নং প্যারায় স্বীকার করেন যে, "১০। আমার নিকট PDB এর বকেয়া বাবদ পিরোজপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির দাবিকৃত ৩১,২৬,২৮৮/= (একত্রিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার দুইশত আটাশি টাকা মাত্র) টাকার বিষয়ে আমার আপত্তি আছে। উক্ত বকেয়া টাকার বিষয়ে আমি বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশনা মেনে নিতে বাধ্য থাকবো।"

সার্বিক বিবেচনায়, দাবিকারী আবেদন খারিজের জন্য প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রার্থনা করা হয়। বিস্তারিত বক্তব্য Statement of Defenc (SoD) এ বর্ণিত আছে।

(গ) বিচার্য বিষয়সমূহ:

দাবিকারী কর্তৃক দাখিলকৃত Statement of Claim (SoC) ও অন্যান্য দলিলাদি, প্রতিপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত Statement of Defence (SoD) ও অন্যান্য দলিলাদি এবং উভয়পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের উপস্থাপিত বক্তব্য বিবেচনায় অত্র বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন নিষ্পত্তিকল্পে নিম্নরূপ বিচার্য বিষয়সমূহ নির্ধারণ করা হ'ল:

১। প্রতিপক্ষ পিরোজপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক দাবিকারী জনাব মো: শাহ আলম খান বাবুল এর নিকট পিডিবির বকেয়া ১০,০৬,০১৫ (দশ লক্ষ ছয় হাজার পনের) টাকার দাবি যথাযথ কিনা; এবং দাবিকারী উক্ত অর্থ পরশোধে বাধ্য কিনা;

২। এতদব্যতিত কোন পক্ষ অন্য কোন প্রতিকার পেতে পারেন কিনা?

(ঘ) পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ:

সংশ্লিষ্ট নথি, উভয়পক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত দলিলাদি এবং শুনানিতে উপস্থাপিত উভয় পক্ষের বক্তব্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কেবি আইস অ্যান্ড ফিস প্রসেসিংফ্যাক্টরী পরিচালনার লক্ষ্যে দাবিকারী

তৎকালীন বিদ্যুৎ সরবরাহকারী বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বাবিউবো) এর নিকট হতে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্ত হন। অতঃপর ২০০২ সনে বিদ্যুৎ সরবরাহ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় পিরোজপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বাবিউবো এর নিকট হতে টেকওভার করে। প্রতিপক্ষ ১৫/১১/২০১১ খ্রি. তারিখে ৩৮৮২ নং স্মারকমূলে পিবিএস এর বকেয়া ১,৮৯,৪৬৫/- (এক লক্ষ উননব্বই হাজার চারশত পঁয়ষট্টি) টাকা এবং পিডিবি'র বকেয়া ১০,০৬,০১৫/- (দশ লক্ষ ছয় হাজার পনের) টাকা দাবি করে পত্র প্রেরণ করে।

অত:পর প্রতিপক্ষ ১৩/০২/২০১২ খ্রি. তারিখে ৫৭৭ নং স্মারকে ইস্যুকৃত পত্রের মাধ্যমে পিরোজপুর পবিসের বকেয়া ৬,৫৫,৩৭১/- টাকা এবং পিডিবি'র বকেয়া ১০,০৬,০১৫/- (দশ লক্ষ ছয় হাজার পনের) টাকাসহ সর্বমোট ১৬,৬১,৩৮৫/- টাকা দাবি করে। আবার ১০/০৩/২০১৫ খ্রি. তারিখে ১৭৭ নং স্মারকের মাধ্যমে ইস্যুকৃত পত্রের মাধ্যমে পিরোজপুর পবিসের বকেয়া ২১,৮৭,৫৪৪/- টাকা এবং পিডিবি'র বকেয়া ৯,৮৫,৮৯৫/- (নয় লক্ষ পঁচাশি হাজার আটশত পঁচানব্বই) টাকা দাবি করে।

পিডিবি'র বকেয়া বিলের বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে দাবিকারী কর্তৃক বিগত ২৬/১১/২০১৫ খ্রি.তারিখে প্রতিপক্ষের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়। অত:পর তৎকালীন পিডিবি'র বকেয়া অর্থ ৯ বছর পর পিরোজপুর পবিস কর্তৃক দাবীর বিষয়টি অবৈধ ঘোষণা চেয়ে দাবিকারী পক্ষ কর্তৃক কমিশন অত্র বিরোধ নিষ্পত্তির আবেদন দাখিল করা হয়। এর সমর্থনে দাবিকারী পক্ষ হতে দাবি করা হয় যে, বিগত ১০/০৫/২০০১ খ্রি. তারিখে তৎকালীন বিদ্যুৎ সরবরাহকারী বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড দাবিকারীর প্রশংসা করে একটি সার্টিফিকেটও ইস্যুও করেন (Annexure-"A" of SoC)। তিনি আরও দাবি করেন যে, কোন প্রকার বকেয়া থাকলে পিডিবি নিশ্চয়ই দাবিকারীর অনুকূলে প্রশংসাপত্র ইস্যু করতেন না। পিডিবি'র বিদ্যুৎ বিল আসলেই বকেয়া ছিল কিনা তা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে প্রতিপক্ষেক বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত মূল লেজারশীট দেখাতে বলা হলে প্রতিপক্ষ তা কমিশনের উপস্থাপন করেন। উক্ত লেজারশীট হতে দেখা যায়, ১৭/০৭/২০০২ সনে পিরোজপুর পবিস তৎকালীন বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর নিকট হতে টেকওভার করার পর মঠবাড়িয়া বিদ্যুৎ সরবরাহ, বিউবো, মঠবাড়িয়ার আবাসিক প্রকৌশলী ও পিরোজপুর বিদ্যুৎ সরবরাহ, বিউবো, পিরোজপুরের আবাসিক প্রকৌশলীর ২৮/০৬/২০০৪ খ্রি. তারিখে স্বাক্ষরিত পিরোজপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে হস্তান্তরিত গ্রাহকের বকেয়া বিবরণী/লেজারশীট হতে দেখা যায় অক্টোবর ১৯৯৯ – এপ্রিল ২০০০ খ্রি., জুলাই

২০০০ – জানুয়ারি ২০০১ খ্রি. এবং এপ্রিল ২০০১ - জুলাই ২০০২ খ্রি. এই ৩০ মাসে দাবিকারী কেবি আইস অ্যান্ড ফিস প্রসেসিং এর বিদ্যুৎ বিল বাবদ সর্বমোট ১০,০৬,০১৪.৭৮ টাকা (বিদ্যুতের মূল্য ৬,৪১,৪৬৮.৮০+ ভ্যাট ৪৩,৭৮২.৯৮+ সারচার্জ ৩,২০,৭৬৩) বকেয়ার উল্লেখ রয়েছে। প্রতিপক্ষ কর্তৃক দাখিলকৃত অপর একটি ডকুমেন্ট হতে দেখা যায় দাবিকারী ২৯/০৮/২০১২ খ্রি. ও ৩০/০৯/২০১২ খ্রি. তারিখে ২টি কিস্তিতে (প্রতিটি ১০,০৬০/- টাকা) সর্বমোট ২০,১২০/- (বিশ হাজার একশত বিশ) টাকা পরিশোধ করেছেন। ফলে অবশিষ্ট বকেয়া বাবদ ৯,৮৫,৮৯৫/- (নয় লক্ষ পঁচাশি হাজার আটশত পঁচানব্বই) টাকা দাবিকারীকে পরিশোধের জন্য বলা হয়। সার্বিক বিশ্লেষণে এটি সুস্পষ্ট যে, দাবিকারীর নিকট তৎকালীন পিডিবির বকেয়া ছিল। পিডিবির নিকট হতে সমস্ত দায়-দেনাসহ বিদ্যুৎ সরবরাহ কার্যক্রম টেকওভার করায় উক্ত বকেয়া অর্থ আদায়ের অধিকার পিরোজপুর পবিসের রয়েছে। তবে ২০০২ সনে টেকওভার করার পর বকেয়া অর্থ দাবিতে এতো দীর্ঘ সময় (প্রায় ৯ বছর) বিলম্ব করা যথাযথ হয়নি। এতদস্বত্বেও বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থাকার বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ায় প্রতিপক্ষের উক্ত বকেয়া অর্থ আদায়ের অধিকার রয়েছে এবং দাবিকারী তা পরিশোধে বাধ্য মর্মে কমিশনের নিকট প্রতীয়মান।

(ঙ) সিদ্ধান্ত ও আদেশ

পক্ষদ্বয় কর্তৃক দাখিলকৃত Statement of Claim (SoC), Statement of Defence (SoD), অন্যান্য দলিলাদি, উভয়পক্ষের বক্তব্য এবং সমূহ বিষয়াদি বিস্তারিত পর্যালোচনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণান্তে অত্র কমিশন সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন যে,

ঙ.১ সিদ্ধান্ত

সিদ্ধান্ত – (১) প্রতিপক্ষ পিরোজপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক দাবিকারী জনাব মো: শাহ আলম খান বাবুল এর নিকট তৎকালীন পিডিবি'র বকেয়া ১০,০৬,০১৫/- (দশ লক্ষ ছয় হাজার পনের) টাকার দাবি যথাযথ। তবে উক্ত বকেয়া হতে দাবিকারী কর্তৃক ইতোমধ্যে ২০,১২০/- (বিশ হাজার একশত বিশ) টাকা পরিশোধিত হওয়ায় অবশিষ্ট বকেয়া অর্থ বাবদ ৯,৮৫,৮৯৫/- (নয় লক্ষ পঁচাশি হাজার আটশত পঁচানব্বই) টাকা দাবিকারী পরিশোধে বাধ্য।

সিদ্ধান্ত – (২) কোন পক্ষ অন্য কোন প্রতিকার পেতে পারে না।

৬.২ আদেশ

উভয়পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত দলিলাদি এবং সমূহ বিষয় বিশদ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণপূর্বক কেবি আইস অ্যান্ড ফিস প্রসেসিং এর স্বত্বাধিকারী জনাব মো: শাহ আলম খান বাবুল এবং বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ও পিরোজপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি'র মধ্যে উদ্ভুত বিরোধীয় বিদ্যুৎ বিল বিষয়ে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ৪০(২) ধারা মতে আদেশ প্রদান করছে যে,

প্রতিপক্ষ পিরোজপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক দাবিকারী জনাব মো: শাহ আলম খান বাবুল এর নিকট তৎকালীন পিডিবি'র সর্বমোট বকেয়া ১০,০৬,০১৫/- (দশ লক্ষ ছয় হাজার পনের) টাকার মধ্যে ইতোমধ্যে পরিশোধিত ২০,১২০/- (বিশ হাজার একশত বিশ) টাকা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট বকেয়া বাবদ ৯,৮৫,৮৯৫/- (নয় লক্ষ পঁচাশি হাজার আটশত পঁচানব্বই) টাকা দাবিকারীকে পরিশোধ করতে হবে। অত্র আদেশ প্রাপ্তির পরবর্তী মাস হতে দাবিকারীকে ৬টি সমকিস্তিতে উক্ত বকেয়া অর্থ পরিশোধের নির্দেশ দেয়া হলো।

অদ্য ১৯ ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন ২০০৩ এর ধারা ৪০(২) অনুযায়ী অত্র রোয়েদাদ ও আদেশ উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হলো। ঘোষিত রোয়েদাদ ও আদেশ উক্ত আইনের ৪০(৫) ধারা মতে চুড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং ৪০(৬) ধারা অনুযায়ী কার্যকর হবে।

অত্র বিরোধ দোতরফা সূত্রে বিনা খরচায় নিষ্পত্তি করা হল।

[স্বাক্ষরিত]
(আবুল খায়ের মোঃ আমিনুর রহমান)
সদস্য (বিদ্যুৎ)

[স্বাক্ষরিত]
(ড. মোঃ হেলাল উদ্দিন,
এনডিসি)
সদস্য (গ্যাস)

[একমত নই। ভিন্ন মত দু'পৃষ্ঠা এ সাথে সংশ্লিষ্ট]
[স্বাক্ষরিত]
(ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী)
সদস্য (অর্থ, প্রশাসন ও আইন)

[স্বাক্ষরিত]
(মোঃ নূরুল আমিন)
চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

বিরোধ নিষ্পত্তি আবেদন নং- ১১/২০২২

কেবি আইচ অ্যান্ড ফিস প্রসেসিং এর স্বত্বাধিকারী জনাব মো: শাহ আলম খান বাবুল ..... দাবিকারী

বনাম

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (বাপবিবো) এর পক্ষে চেয়ারম্যান ও পিরোজপুর

পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর পক্ষে জেনারেল ম্যানেজার .....প্রতিপক্ষ

সিদ্ধান্ত

প্রতিপক্ষ পিরোজপুর পবিস বিগত ১৭/০৭/২০০২ তারিখে তৎকালীন বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থা বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর নিকট হতে বিদ্যুৎ বিতরণ সার্ভিস এরিয়া সমস্ত প্রকার দায়-দেনা টেকওভার করে। টেকওভার করার পর মঠবাড়িয়া বিদ্যুৎ সরবরাহ, বিউবো, মঠবাড়িয়ার আবাসিক প্রকৌশলী এবং পিরোজপুর বিদ্যুৎ সরবরাহ, বিউবো, পিরোজপুরের আবাসিক প্রকৌশলী কর্তৃক ২৮/০৬/২০০৪ খ্রি. তারিখে স্বাক্ষরিত ও পিরোজপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে হস্তান্তরিত গ্রাহকের বকেয়া বিবরণী/লেজারশীটে দাবিকারীর নিকট ৩০ মাসের (অক্টোবর ১৯৯৯ – এপ্রিল ২০০০ খ্রি., জুলাই ২০০০ – জানুয়ারি ২০০১ খ্রি. এবং এপ্রিল ২০০১ - জুলাই ২০০২ খ্রি.) বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের রেকর্ড ছিল। বিগত ১৭/০৭/২০০২ সনে টেকওভার করার পর এবং বকেয়া বিবরণী সংক্রান্ত লেজারশীট ২৮/০৬/২০০৪ খ্রি. তারিখে পাওয়ার উক্ত বকেয়া অর্থ আদায়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার দায়িত্ব ছিল প্রতিপক্ষ পিরোজপুর পবিসে'র। ১৯৯৯ – ২০০২ খ্রি. সময়ের বকেয়া ২০১১ সনে এসে দাবি করায় উক্ত বকেয়া অর্থ আদায়ে দাবিকারীর অবহেলা পরিলক্ষিত হয়। দীর্ঘ ৯ (নয়) বছর পর বকেয়া অর্থ দাবি করা The Limitation Act, 1908 এর পরিপন্থি। 57 DLR এ বর্ণিত রীট পিটিশন নং- ৩৪৪০/১৯৯৬ এর রায় হতে হতে দেখা যায়, দৌলত আইস অ্যান্ড কোল্ড স্টোরেজ, খুলনা নামক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দায়েরকৃত রীট পিটিশনে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগ নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন:

> "...Here it may not be out of place to mention that the Power Development Board cannot claim any arrear amount beyond 3 years from the date of consumption of electricity which is the general limitation provided by the law of limitation."

The Limitation Act, 1908 এর আলোকে মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের বর্ণিত রেফারেন্স মোতাবেক কোন অবস্থাতেই কোন বকেয়া, ভোগের সময় থেকে ৩ বছরের বেশী সময়ের জন্য দাবি করা সঠিক হতে পারে না। এছাড়া বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ এর ১৮(৩) ধারায় উল্লেখ রয়েছে যে,

> "বিদ্যুৎ বিল প্রণয়ন ও আদায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ কর্মচারীর দায়িত্বে অবহেলার কারণে কোন বিল অনাদায়ী থাকিলে উহার দায় সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ কর্মচারীর উপর বর্তাইবে।"

পিরোজপুর পবিস বিল প্রদান/দাবী করে ১৫/১১/২০১১ খ্রি. তারিখে। ফলে উক্ত সময়ের পূর্ববর্তী ৩ বছরের সময়ে গ্রাহক যে বিদ্যুৎ ব্যবহার করেছে আইনত: তার বেশী দাবী করার এখতিয়ার বিদ্যুৎ বিভাগের নেই। ফলে দাবীটি আইনগত না হওয়ায় উহা বাতিল যোগ্য। পিরোজপুর পবিস তৎকালীন পিডিবি'র সার্ভিস এরিয়া ২০০২ সালে অধিগ্রহণ করা সত্বেও ২০১১ সালে বকেয়া দাবী করা তাদের গাফিলতির পরিচায়ক। এ বিষয়ে বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন, আইনের ব্যত্যয় এবং অদক্ষতার জন্য।

এমতাবস্থায়, আদেশ হয় যে,

দাবিকারীর প্রতি ১৫/১১/২০১১ খ্রি. তারিখের ৩৮৮২ নং স্মারকে তৎকালীন পিডিবি'র বকেয়া বর্তমান পিরোজপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি কর্তৃক দাবি করা আইনমতে অগ্রহণযোগ্য হওয়ায় তা বাতিল যোগ্য।

[স্বাক্ষরিত]
(ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী)
সদস্য (অর্থ, প্রশাসন ও আইন)
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

নং- ২৮.০১.০০০০.০১৬.৩১.০১৮.২২.১০৫২

তারিখ: ১৮ পৌষ ১৪৩০
০২ জানুয়ারি ২০২৪

বিতরণ (কার্যার্থে):

১। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, নিকুঞ্জ-০২, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯।
২। জেনারেল ম্যানেজার, পিরোজপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, মরিচাল,হুলারহাট, পিরোজপুর।
৩। জনাব মোঃ শাহ আলম খান বাবুল, স্বত্বাধিকারী, কেবি আইচ প্ল্যান্ট, বিএফডিসি রোড, পাথরঘাটা, বরগুনা।

মুদ্রাক্ষরিক
০২/০১/২৪
কাজী রফিকুল ইসলাম
অফিস সহকারী/ডাটা এন্ট্রি অপারেটর

পরীক্ষক/নিরীক্ষক
০২/০১/২০২৪
মো: শাহাদত হোসেন
সহকারী পরিচালক (আইন)

অনুমোদনকারী
ব্যারিস্টার মো: খলিলুর রহমান খান
সচিব, বিইআরসি
ফোন: ০২-৫৫০১৪০০৭
ই-মেইল: secy@berc.org.bd